

রমযান বিষয়ে জাল ও দুর্বল হাদিসসমূহ

হাদিস নাম্বারঃ ১১

১/ বিবিধ হাদিসসমূহ

আরবী

বাংলা

এগার.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالِإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ : لِيَتَّقِيَ الصَّائِمُ .

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি ঘুমের সময় সুগন্ধি যুক্ত সুরমার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন সওম পালনকারীর এর থেকে বেঁচে করা জরুরী”।

আবু দাউদ: (২৩৭৭), বুখারি ফিত তারিখিল কাবির: (৭/৩৯৮) আবু দাউদ বলেছেন: আমাকে ইয়াহ ইবনু মায়িন বলেছেন: এটা মুনকার হাদিস, অথাৎ সুরমার হাদিস।

জায়লায়ি লিখেছেন: “তানকিহ”: এর লেখক বলেছেন: মা’বাদ ও তার ছেলে উভয় অপরিচিত, আর আব্দুর রহমানকে ইবনু মায়িন দুর্বল বলেছেন, আবু হাতেম আমাকে বলেছে সে সাদুক”। জায়লায়ি: (২/৪৫৭)

ইমাম তিরমিযি সুরমা বিষয়ে বলেন: এ অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদিস প্রমাণিত নয়।

আরেকটি হাদিস:

(لا تكتحل بالنهار وأنت صائم)

“সওব অবস্থায় দিনে সুরমা ব্যবহার কর না”। আবু দাউদ: (২৩৭৭), ইবনু মায়িন বলেছেন: এটা মুনকার হাদিস।

সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার প্রসঙ্গে একাধিক হাদিস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اشْتَكَيْتُ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

আনাস ইবনু মালেক বলেন: “এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে: আমার চোখে সমস্যা আমি সওম অবস্থায় সুরমা লাগাতে পারব? তিনি বললেন: হ্যাঁ”। তিরমিযি: (৭২৬), তিনি বলেন: আনাসের হাদিসের সনদ শক্তিশালী নয়, এ অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা নেই, আবু আতেকাকে দুর্বল বলা হয়। আবু আতেকার মূল নাম হচ্ছে তারিফ ইবনু সালমান, তাকে সালমান ইবনু তারিফও বলা হয়।

আবু হাতেম বলেছেন: সে হাদিস ভুলে যায়।

বুখারি বলেছেন: তার হাদিস মুনকার।

নাসায়ি বলেছেন: সে নির্ভরযোগ্য নয়।

দারা কুতনি বলেছেন: দুর্বল।

ইবনু হিব্বান বলেছেন: তার হাদিস খুব মুনকার। সে আনাস থেকে এমন হাদিস বর্ণনা করে, যা তার হাদিসের অনুরূপ নয়, আবার কখনো তার থেকে এমন হাদিস নকল করে, যা তার হাদিস নয়।

সুরমা সংক্রান্ত আরেকটি হাদিস:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ .

মুহাম্মদ ইবনু উবাইদুল্লাহ নিজ পিতা থেকে, সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন”। ইবনু খুযাইমা: (২০০৮), হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন:

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، ونزلت معه ، فدعاني بكحل إثم ، فاكتحل في رمضان وهو صائم إثم غير ممسك .

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারে অবতরণ করেন, আমিও তার সাথে অবতরণ করি। তিনি আমাকে ইসমিদের সুরমা আনতে বললেন, অতঃপর তিনি সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করলেন। এ ইসমিদ শরীরের সাথ আঠার ন্যায় লেগে থাকা ইসমিদ নয়।

ইবনু খুযাইমা বর্ণনা করে বলেন: আমি কোন দায়ভার নিচ্ছি না যে, এ সনদ মা’মার থেকে। অর্থাৎ এটা মা’মার বর্ণনা করেছেন এর নিশ্চয়তা আমি দিতে পারব না।

হাফেজ ইবনু হাজার “তালখিস” গ্রন্থে বলেন: ইবনু আবি হাতেম তার পিতা থেকে বলেছেন: এটা মুনকার হাদিস, তিনি মুহাম্মদের ব্যাপারে বলেছেন: তার হাদিস মুনকার, বুখারি অনুরূপ বলেছেন।

আমাদের উপরের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সওম পালনকারীদের সুরমা থেকে বিরত রাখার হাদিসগুলো সঠিক নয়।

মাসআলা: সওম অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করা বৈধ। জুমহুর আলেমদের নিকট নারী-পুরুষ সকলে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে সওম অবস্থায়।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলাম হাউস

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=22486>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন